63 (FY) SEM–1/SEC/BENSEC1013

2024

BENGALI

Paper : BENSEC1013

(Practical Bengali–I)

Full Marks : 50

Pass Marks : 20

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির শুদ্ধ বিকল্প বেছে নিয়ে লেখো ঃ ১×৫=৫

(ক) সাধুভাষাকে ইংরেজিতে বলা হয়—

(i) Standard Colloquial Bengali

(ii) Standard Literary Bengali

(iii) Colloquial Bengali

(iv) Literary Bengali

(খ) চলিত ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—

(i) শব্দ সংকোচন

(ii) পদের সংকোচন

(iii) ধ্বনির সংকোচন

(iv) বাক্য সংকোচন

(গ) কোনটি সাধুরীতির শব্দ—

(i) আজ

(ii) মিনতি

(iii) জল

(iv) জোস্না

(ঘ) কিয়ৎক্ষণ' শব্দের সঠিক চলিতরূপ কোনটি?

(i) কিছুক্ষণ

(ii) কিছুসময়

(iii) কয়েকক্ষণ

(iv) কয়েক মুহূর্ত

(ঙ) সে আসবে বলে ভরসাও করছি না— সাধু ভাষার রূপান্তর —

(i) সে আসবে বলিয়া ভরসাও করছি না

(ii) সে আসিবে বলিয়া ভরসাও করছি না

(iii) সে আসিবে বলে ভরসাও করিতেছি না

(iv) সে আসিবে বলিয়া ভরসাও করিতেছি না

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ *(যে-কোন পাঁচটি)* ২×৫=১০

(ক) বাংলা ভাষার দুইজন বিখ্যাত ভাষাবিদের নাম লেখো।

(খ) সাধুভাষার প্রবর্তক কে? দুটি সাধুভাষার উদাহরণ দাও

(গ) দুটি বিশেষণ পদের সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরের উদাহরণ দাও।

(ঘ) সাধুভাষা বলতে কী বোঝ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(ঙ) সাধু ভাষায় পরিবর্তন করো। (যেকোন দুটি)

দেখছে, হল, বললেন, আমাদের

(চ) সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় পরিবর্তন করো ঃ *(যে-কোন দুটি)*

ইহাদের, যাহাদের, করিতেছি, ইহাদ্বারা

(ছ) উদাহরণ দিয়ে চলিত ভাষা কাকে বলে বুঝিয়ে দাও।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ *(যে-কোন পাঁচটি)* ৫×৫=২৫

(ক) ভাষারীতি পরিবর্তনের যে-কোন পাঁচটি নিয়ম লেখো।

(খ) সাধু ও চলিত রীতির বিশেষ্য পদের রূপভেদসমূহ আলোচনা করো।

(গ) কোনো গদ্যাংশ যে গুরুচন্ডালী দোষে দূষিত হয়েছে তা আমরা কী কী উপায়ে বুঝতে পারবো উদাহরণ সহ বুঝিয়ে লেখো।

(ঘ) অনুসর্গ পদ ব্যবহার করে চলিত থেকে সাধুভাষায় রূপান্তরের ৫টি উদাহরণ দাও।

(ঙ) ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরের ৫টি উদাহরণ দাও।

(চ) সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও।

(ছ) তৎসম শব্দবহুল চলিত ভাষার উদাহরণ দাও।

(জ) অতৎসম শব্দবহুল চলিত ভাষার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৪। নিম্নলিখিত *যে-কোনো একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো ঃ

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যানী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায় অন্ধকার কুটির মধ্যে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না। কেবল শৃগাল কুকুরের রব। ভাবিতেছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন, চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি, কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধহয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ। বিকটাকায় মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল। অস্থিচর্মবিশিষ্ট অতিদীর্ঘ শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যানীর প্রাণ শুকাইল। সেই অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শশ্মানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তিসকল কল্যানী এবং তাহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যানী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যানী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পর মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল। কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

(আনন্দমঠ)

(খ) সুকুমার চোখ বুজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে — মুক্তি দে, মুক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরীক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে—বাস, এই এগজামিনটা পর্যন্ত। তারপর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার বলতেন — প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভালো জিনিষ পড়ুক। গায়ে মাংস লাগুক — এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাস ডাক্তারকে — যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল। আর দেরী নয়। বিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে — ছি ছি। সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু সুকুমারের চার্জ নিলেন। যেমন করে কানাইবাবু সুকুমারের মনকে সংসারমুখো করবেন।

(সুন্দরম)

Contd.